

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
কানাড়া প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন শিয়াল
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ
যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব
জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৯৩৫০৯৫১ - ৩
সাকুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯৩৪৯৪৫৯
ফ্যাক্স : ৯৩৫০৯৫৪
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত
লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল : s2000@dbn-bd.net
info@shaptahik2000.com

দাম : ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর
পক্ষে মাহফুজ আনাম কর্তৃক প্রকাশিত
ও ট্রান্সক্রাফট লিঃ, ২২৯ তেজগাঁও
শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।



আগামী ১০ অক্টোবর বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের তিন বছর পূর্ণ হতে চলছে। তিন বছর একটি জাতির জন্য কম নয়। সরকারের মূল্যায়ন করারও এটাই পরম সময়। নির্বাচনের আগে বিএনপি নির্বাচনী ইশতেহারে ভূরি ভূরি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কার্যত তারা সে প্রতিশ্রুতি ভুলতে বসেছে। চারদিকের পরিস্থিতিকে তারা ক্রমাবনতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এখন প্রতিদিনে খুন হচ্ছে প্রায় ২৫ জন। বোমা-গ্রেনেড হামলা আজ নিত্যসঙ্গী। চারদিকে অস্থিরতা। এমন এক পরিস্থিতিতেও নির্বিকার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। তার ঘুম যেন ভাঙছে না। রোম যখন আগুনে পুড়ছিল, সম্রাট নীরো তখন মনের আনন্দে বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। বেগম খালেদা জিয়ার আচরণেই নীরোর কথা জনগণকে মনে করিয়ে দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক গডফাদারের দৌরাঙ্ঘ জনগণকে ভাবিয়ে তোলে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দলীয়করণ সরকারের নানা সফলতাকে মলিন করে দেয়। নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর এক নম্বর প্রতিশ্রুতি ছিল সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়ার। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই পাল্টে যায় দৃশ্যপট। চলে দখলের পালা। আজ সন্ত্রাস অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে। বোমা ও গ্রেনেড হামলায় মানুষ মরছে। সরকার আওয়ামী লীগের আমলে সংঘটিত সকল বোমা হামলার তদন্ত ও বিচার করার অঙ্গীকার করেছিল। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার তদন্ত করেও এখনো পর্যন্ত দোষীদের শনাক্ত করতে পারলো না। কার্যত নানামুখী ব্যর্থতা সরকারকে আরো অস্থির করে তুলেছে। অগণতান্ত্রিক আচরণেও প্রলুদ্ধ করছে।

কার্যত জোট সরকারের ৬০ সদস্যের মন্ত্রিসভার মন্ত্রীর জনগণের নয়, নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ক্ষমতার লড়াইয়ে নামে সরকারের ভেতরের সরকার। ফলে নানা টানাপড়েনে স্থবির হয়ে পড়ে প্রশাসন। এ কারণে প্রধানমন্ত্রীর ১০০ দিনের কার্যক্রমের অঙ্গীকার আজও পূরণ হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নিজেও তা পূরণে উদ্যোগী হননি।

দেশ আজ গভীর সংকটে নিমজ্জিত। প্রধানমন্ত্রী, জোট সরকারের নীতিনির্ধারণকদের এই সংকটের হাত থেকে দেশকে উত্তরণের সত্যিকার পথ দেখাতে হবে। কথা নয়, কাজে প্রমাণ করতে হবে।

